দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

061

শিক্ষকের শূন্যপদ

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী কলেজ, সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে আট হাজার আট শ' বত্রিশটি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে বলে জাতীয় সংসদে তথ্য প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম। শিক্ষক নিয়োগের নতুন নীতিমালা সাপেক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ আপাতত বন্ধ রয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

শিক্ষায়তনে শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে থাকার অসুবিধাগুলি সবারই জানা। একদিকে শিক্ষকের অভাবে পড়াশুনা বিঘ্নিত হয়, অন্যদিকে বেকার প্রার্থীরা চাকরি পায় না। এই অবস্থা কারও কাছে কাম্য হতে পারে না। হয়ত কোন বাস্তব অসুবিধার ফলেই শিক্ষকের খালি পদে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। কিন্তু সেই অসুবিধাগুলি অবিলম্বে দূর করা দরকার।

আমাদের দেশের শিক্ষায়তনগুলিতে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত খুব একটা সন্তোষজনক নয়। প্রাইমারী সেকেণ্ডারী এমনকি কলেজ পর্যায়ে বলতে গেলে হরেদরে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হয়। ছাত্রদের দিকে বিশেষ যত্ন নেয়ার বড় একটা অবকাশ হয় না। এর ফলে প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। স্কুল কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনীয় গাইডেন্স পায় না। মাত্র কয়েকটি ভাল স্কুল-কলেজেই ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিষয়টির প্রতি আলাদাভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়। বেশীর ভাগ স্কুল কলেজে পঠন-পাঠনের পরিস্থিতি খুবই অসন্তোষজনক। এ কারণেই সম্ভবত দেখা যায়, ডিগ্রী পরীক্ষায় কোন কোন কলেজ থেকে একজন ছাত্রও পাস করতে পারে না।

শূন্য পদে সরকার নিশ্চয়ই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষক নিয়োগ করবেন। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে, এই কয়েকটি শূন্যপদ পূর্ণ করলেই শিক্ষার মানে বড় রকমের কোন হেরফের ঘটবে না। শিক্ষক নিয়োগের বেলায় যেমন গুণগত বিচার ভিত্তিক নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন স্কুল কলেজে পড়াশুনার অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেয়া দরকার। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশে শিক্ষার মান নিম্নমুখী।